অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : মালাখি

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : মালাখি

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

হিব্রু ‘মালাখি’ নামের অর্থ হল “আমার সংবাদদাতা” বা “আমার দূত”। মালাখি নামটি যদি ‘মালাখিয়া’ নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হয়, তাহলে সম্ভবত এই নামের মূল অর্থ হচ্ছে “মাবুদের দূত”। সেপ্টুয়াজিন্ট এবং ট্যাংগাম যোনাথন এর মতে এবং সেই সাথে আরও কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির অভিমত অনুসারে মালাখি ১:১ আয়াতে “আমার দূত” শিরোনামটি ব্যক্তিগত নামের চেয়ে আরও বেশি বোধগম্য। তবে অত্যন্ত প্রাচীন কিছু অনুবাদ দ্বারা (২ এস্‌দ্রাস ১:৪০; সাইমাখাস কর্তৃক গ্রীক অনুবাদ এবং থিয়োডসন কর্তৃক সিরীয় অনুবাদ) খুব সম্ভব এই ভাব ব্যক্ত করা যায় যে, “মালাখি” মূলত কোন সাধারণ সম্বোধন নয়, বরং তা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে মালাখি কিতাবটি হিব্রু কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য ১৪টি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কিতাবের মধ্যে একটি (অন্যান্য কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কিতাব হচ্ছে ইশাইয়া, ইয়ারমিয়া, ইহিস্কেল এবং অন্যান্য ছোট নবীদের কিতাবগুলো)। এই কিতাবগুলোতেও লেখকেরা প্রারম্ভিক আয়াতে নিজেদের নাম উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন। ৩:১ আয়াত অনুযায়ী নবীর নামের উপর গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুচ্ছ প্রকাশ পেয়েছে: “দেখ, আমি আমার দূতকে প্রেরণ করবো, সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে।” এই শব্দগুচ্ছ ইঙ্গিত দেয় যে, মালাখির নিজের তবলিগের উদ্দেশ্য ছিল সেই বিশেষ দূতের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা, যাকে ইঞ্জিল শরীফে ইয়াহিয়া নামে উল্লেখ করা হয়েছে (৩:১ এবং ৪:৪-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

সময়কাল

মালাখি কিতাবের রচনাকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। তথাপি অধিকাংশ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত যে, সম্ভবত নবী মালাখি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নবী উযায়ের এবং নহিমিয়ার সমসাময়িক ছিলেন। বায়তুল মোকাদ্দসের অবস্থানের উল্লেখের দ্বারা এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় (মালাখি ১:১০; ৩:১৮)। ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বায়তুল মোকাদ্দসের পুনর্নির্মাণের পর এই কিতাব লেখা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। “শাসনকর্তা” (১:৮) কথাটি উল্লেখের দ্বারা এটি আরও সমর্থন লাভ করেছে। পারসিক শাসনকালে (৫৩৯ -৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রাদেশিক সরকারি কর্মকর্তাদের শাসনকর্তা বলা হত। মালাখি কিতাবের রচনা কালের সবচেয়ে জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া যায় মালাখি নবী কর্তৃক গুনাহ্ সম্পর্কে তিরস্কার জ্ঞাপন এবং একই রকম গুনাহ্ সম্পর্কে উযায়ের এবং নহিমিয়া কর্তৃক তিরস্কার জ্ঞাপনের মাধ্যমে। এই সকল তিরস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইমামদের কাজের বিষয়ে দোষ (নহি ১৩:৪-৯, ২৯-৩১; মালাখি ১:৬–২:৯), পৌত্তলিকদের বিবাহ করা (উযায়ের ৯-১০ অধ্যায়; নহিমিয়া ১০:৩০; ১৩:১-৩, ২৩-২৭; মালাখি ২:১০-১২), ক্ষমতার অপব্যবহার (নহিমিয়া ৫:১-১৩; মালাখি ৩:৫) এবং দশমাংশ প্রদানে অনীহা (নহি ১০:৩২-৩৯; ১৩:১০-১৩; মালাখি ৩:৮-১০)।

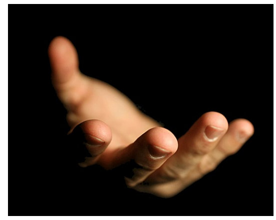

বিষয়বস্তু

মালাখির সময়কার লোকেরা দেবতাদের পূজো করা থেকে বিরত ছিল (তথাপি ২:১১ আয়াত দেখুন) এবং তুলনামূলকভাবে তারা তাদের ঈমান রক্ষায় বেশ মৌলবাদী ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ছিল মৃত অবস্থায়। তারা সকলেই নীতিগত আপোস করতে এবং প্রকৃত এবাদতের কঠোর দাবীগুলো নমনীয় করতে উৎসুক ছিল। বৈরাগ্য ধর্মীয় মতবাদ এবং ধর্মের প্রতি অবজ্ঞায় সাড়া দেওয়ার ফলে মালাখির ভবিষ্যদ্বাণী শরীয়তের প্রতি আনুগত্য নবায়ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল (মূল বিষয়বস্তু দেখুন)।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাইরাসের হুকুম প্রদানের প্রায় একশো বছর পর মালাখি তবলিগ কাজ করেছিলেন, যা ব্যাবিলনীয় বন্দীদশা শেষ হওয়ার পর এবং ইহুদীদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসা এবং এবাদতখানা পুনর্নির্মাণ করা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল (২ খান্দান ৩৬:২৩)। এবাদতখানা পুনর্নির্মাণের কাজ জাতি হিসেবে পুনর্গঠিত হওয়া, উন্নতি, বৃদ্ধি, শান্তি এবং আল্লাহ্‌র নিজ গৌরবময় উপস্থিতির কাছে ফিরে আসার জন্য হগয় এবং জাকারিয়ার উৎসাহ দানের ৮০ বছরের কিছু পরে মালাখি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (হগয় ২; জাকারিয়া ১:১৬-১৭; ২:১-১৩; ৮:১–৯:১৭)। মালাখির সমসাময়িক লোকদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার জন্য জাকারিয়ার উক্তিগুলো যন্ত্রণাদায়ক তিরস্কার হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। অর্থৈনতিক মন্দা, অব্যাহত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি ও মহামারী (মালাখি ৩:১০) ছিল কঠিন বাস্তবতা, যা আ-শাপ্রদ প্রতিজ্ঞাসমূহের বিপরীত অবস্থা ছিল।

বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পর এহুদার প্রায় ২০ মাইল প্রস্থ ও ৩০ মাইল প্রস্থ (৩২ কি.মি. প্রস্থ ও ৪৮ কি.মি.

দীর্ঘ) সামান্য অঞ্চল অধিকারে ছিল। যদিও তারা পারসিকদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সীমিত স্বায়ত্বশাসনের উল্লেখযোগ্য নীতির সুবিধা ভোগ করেছিল, তথাপি ইহুদীরা বিদেশী ক্ষমতার অধীনে বশীভূত থাকার বিষয়টি তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল (নহি ১:৩; ৯:৩৬) এবং তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অব্যাহতভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল (উযায়ের ৪:২৩; দানি ৯:২৫)। এহুদা দীর্ঘকাল স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজ অধিকার ভোগ করতে পারে নি এবং দাউদের বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারে নি।

মসীহের আগমনের প্রতিজ্ঞা এবং আল্লাহ্‌র নিজ মহিমাময় উপস্থিতির প্রতিজ্ঞা (উদাহরণ স্বরূপ জাকারিয়া ১:১৬; ২:৪, ১০-১৩; ৮:৩-১৭, ২৩; ৯:৯-১৩), ইসরাইলের রূহানী দৈন্যতাকে প্রকাশ করেছিল। বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে উযায়ের, নহিমিয়া এবং ইষ্টেরের কিতাবে তাদের বর্ণনায় এহুদায় আল্লাহ্‌র উপস্থিতির জোরালো প্রমাণের সচরাচর অভাব হিসেবে যা উল্লেখ করেছে, তা বন্দীদশার পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর মত ছিল না। বাদশাহ্ সোলায়মানের এবাদতখানা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবাদতখানা সম্পর্কে নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পার্থক্য ছিল (ইহিস্কেল ৪০-৪৩)। বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে স্থাপিত এবাদতখানাটি বাহ্যিক এবং রূহানিক উভয় দিক থেকে নিম্নতর ছিল। মালাখি ৩:১ আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় এবাদতখানাটির মধ্যে মহা পবিত্র স্থানে আল্লাহ্‌র মহিমার দৃশ্যমান কোন প্রকাশ ছিল না। যদিও আল্লাহ্ হলেন নিশ্চিতভাবে জীবন্ত এবং খাঁটি (উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইষ্টেরের কিতাবে আল্লাহ্‌র উল্লেখযোগ্য যত্নশীলতার দ্বারা এটি প্রকাশ পেয়েছে), এটি ছিল সেই সময় যখন আল্লাহ্‌র লোকেরা দর্শনের চেয়ে ঈমানের দ্বারা আরও উত্তম জীবন যাপন করেছিল।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

যদিও আল্লাহ্ বন্দীদশার মাধ্যমে তাঁর লোকদের শাসন করেছিলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যেন অঈমানদারদের মধ্যে তাঁর মহিমা প্রকাশ পায় (১:১১,১৪)। অ-ইহুদীদের কাছে তাঁর নাম বহন করার জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত মাধ্যম ছিল তাঁর লোকেরা , যারা তাঁকে বিশ্বস্তভাবে ভালবাসে। এই কারণে এটি ছিল ইসরাইলের জন্য শরীয়তের প্রতি এর প্রতিজ্ঞার নবায়ন করার সময়। (“নাজাতের ইতিহাস” এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

মূল বিষয়বস্তু: মূল বিষয়ের চার্টটি দেখুন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

মালাখি কিতাবের অংশগুলো ভবিষ্যদ্বাণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই নমুনা যার মধ্যে এই অংশগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে তা পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আদর্শ স্বরূপ। এই কিতাবটি সম্পূর্ণভাবে গদ্যে লিখিত। অধিকন্তু, এর মধ্যকার বিষয়বস্তু বিচার এবং নাজাতের শরীয়ত ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কিতাবটির প্রধান রচনাশৈলীর ধরন হচ্ছে প্রহসন বা বিদ্রূপ। দৃশ্যমান সাহিত্য বিষয় রীতিতে করা দোষগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং বিদ্রূপাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনার বিষয় হল – ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীনতা এবং অবহেলা, যা নবীদের সময় বিভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে (যেমন: অনুপযুক্ত উপহার ও কোরবানী, ইমামদের দ্বারা মিথ্যা মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তালাকের সাধারণ প্রচলন)। বিদ্রূপাত্মক আদর্শ হল আল্লাহ্‌র শরীয়ত। প্রধান মাধ্যম, যার মধ্যে বিদ্রূপ অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল প্রশ্ন ও উত্তর সংক্রান্ত বাগ্মিতা; যেমন: এহুদার লোকেরা ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল এবং আল্লাহ্ অভিযোগ সূচক এবং নিন্দা সূচক ভাবে তাদের উত্তর দিয়েছিলেন। তৎকালীন আরেকটি অন্যতম প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ছিল অতীব সংখ্যক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন, যা আল্লাহ্‌র গৌরব না করে বরং তাঁকে অসম্মানিত করছিল। কিতাবের অপর বিষয়বস্তুটি হল মসীহের আহমন এবং রহমতের বিস্তৃত বর্ণনা, যা তিনি বহন করে নিয়ে আসবেন।

সর্বশেষে, পুনঃনবায়নকৃত প্রচলিত আদর্শ হচ্ছে: ১) মন্দ আচরণের জন্য তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র অভিযোগের উক্তি; ২) আল্লাহ্ যেভাবে দোষারোপ করেছেন তা যে সত্য, সেই অনুযায়ী লোকদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে; ৩) যে দোষ তিনি ব্যক্ত করেছেন সেই প্রক্রিয়ার প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র অভিযোগগুলো কখনো কখনো বাগ্মিতা বিষয়ক প্রশ্নের শব্দগুচ্ছের মত হয় (যেমন ১:৬ ও ৮; ২:১০ ও ১৫)।

মালাখি কিতাবের বিন্যাস

৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

মালাখি সম্ভবত প্রথম বন্দীদশার পরে কয়েক দশক নবী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। এর কিছু পরে পারসিক শাসনের অধীনে এহুদার অধিভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বাস করার জন্য এবং এবাদতখানার পুনর্নির্মাণ করার জন্য ইসরাইলীয়রা ব্যাবিলন থেকে ফিরে এসেছিল। ইদোমীয়রা তাদের ঐতিহ্যগত জন্মভূমি থেকে উত্তর পশ্চিমে এহুদার কাছাকাছি দক্ষিণ অঞ্চলে, মোয়াবের ঠিক দক্ষিণে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এই দেশটির নাম হল ইদোমিয়া। এই দেশটি এক সময় ইসরাইলের উত্তর রাজ্যের অধিকার ভুক্ত ছিল, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে সামেরিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রধান আয়াত: "কারণ দেখ, সেদিন আসছে, তা হাপরের মত জ্বলবে এবং দাম্ভিক ও দুর্বৃত্তরা সকলে খড়ের মত হবে; আর সেই যেদিন আসছে, তা তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন; সে দিন তাদের মূল বা শাখা কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। কিন্তু তোমরা যে আমার নাম ভয় করে থাক, তোমাদের প্রতি ধার্মিকতা-সূর্য উদিত হবেন, তাঁর রশ্মিতে থাকবে সুস্থতা; এবং তোমরা বের হয়ে পালের বাছুরগুলোর মত নাচবে" (৪:১,২)।

প্রধান প্রধান লোক: মালাখি, ইমামগণ

প্রধান প্রধান স্থান: জেরুশালেম, এবাদতখানা

কিতাবটির রূপরেখা:

১) ইসরাইলের প্রতি মাবুদের মহব্বত (১:১-৫ আয়াত)
২) ইমামদের দোষ দেওয়া (১:৬–২:৯ আয়াত)
৩) সাধারণ ইহুদীদের দোষ দেওয়া (২:১০–৪:৩ আয়াত)
৪) শেষ সাবধানবাণী (৪:৪-৬ আয়াত)

হযরত মালাখি

হযরত মালাখি প্রায় ৫৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এহুদাতে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়মের শেষ নবী ছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	প্রায় শত বছর ধরে জেরুশালেম শহর এবং এবাদতখানা পুনঃনির্মাণ করা হয়, কিন্তু লোকেরা আল্লাহ্‌র এবাদতের ক্ষেত্রে প্রসন্ন হয়ে পড়েছিল।
মূল বার্তা	লোকেদের গুনাহের জন্য আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কিছু লোক যারা অনুতাপ করেছিল তারা আল্লাহ্‌র দোয়া লাভ করবে, যা একজন মসীহ্ পাঠানোর প্রতিজ্ঞায় লক্ষণীয় হবে।
বার্তার গুরুত্ব	ভণ্ডামী, আল্লাহ্‌কে অবহেলা করা, অসাবধান জীবন-যাপনের ধ্বংসাত্মক পরিণতি রয়েছে। আল্লাহ্‌র সেবা এবং এবাদত করা অবশ্যই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে– এখন এবং অনন্তকাল উভয় সময়েই।
সমসাময়িক নবীগণ	কেউ না।

দশমাংশ দেওয়ার রীতি

আদিকালে অনেক লোক এই দংমাংশের রীতি মানত– অর্থাৎ তাদের আয়ের (অথবা উৎপাদন, ফসল ইত্যাদি) দশ ভাগের এক ভাগ একজন নেতাকে অথবা একজন দেবতাকে দিত। মালাখি লোকদেরকে দশমাংশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম উদাহরণ হচ্ছে মালকীসিদ্দিককে ইব্রাহিমের দশমাংশ দিয়েছিলেন।

ইসরাইলদেরকে তাদের শস্য, ফল এবং পশুপালের দশমাংশ দেওয়ার নিয়ম ছিল।	লেবীয় ২৭:৩০-৩২
লেবীয়রা এই দশমাংশ গ্রহণ করতেন তাদের সাহায্যের জন্য।	শুমারী ১৮:২১, ২৪
লেবীয়রা এর পরিবর্তে ইমামদের সাহায্য করার জন্য তাদেরকে "দশমাংশের দশমাংশ" দিতেন।	শুমারী ১৮:২৬-২৯; নহি ১০:৩৯
ইসরাইলীয়দেরকে তাদের দশমাংশ জেরুশালেমে আনতে হত, এবং তাদেরকে একটি রীতিমূলক খাবারের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা উৎসর্গ করতে হত যেখানে লেবীয়দেরকে খাবার শেয়ার করার জন্য আমন্ত্রন জানানো হত। যদি জেরুশালেম শহরটি দশমাংশ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য বেশি দূরের হত, তাহলে তারা টাকার মূল্যে দশমাংশ নিয়ে যেত। প্রত্যেক তৃতীয় বছর দংমাংশকে স্থানীয় এলাকায় উৎসর্গ করতে হত, কিন্তু লোকদেরকে তারপরেও এবাদতের জন্য জেরুশালেমে যেতে হত।	দ্বিঃবিঃ ১২:৫-৭, ১১ -১৯, ১৪:২২-২৯; ২৬:১২-১৫
যারা বিশ্বস্তভাবে দশমাংশ দেয় আল্লাহ্ তাদের দোয়া করার প্রতিজ্ঞা করেন, এবং তিনি বলেন যে দশমাংশ দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে চুরি করার মত।	মালাখি ৩:৮-১২
ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্যতা ছাড়া দশমাংশ দেওয়া অর্থহীন রীতিনীতি ছাড়া আর কিছুই না।	মথি ২৩:২৩; লূক ১১:৪২

মূল বিষয়বস্তু: শরীয়তের প্রতি আনুগত্যকে নবায়নের জন্য অনুপ্রাণিত হতে মালাখির আহ্বানের ছয়টি দিক।

যুক্তি	আয়াত	সারসংক্ষেপ	কেন্দ্রবিন্দু
যুক্তি ১	১:২-৫	ইসরাইলের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত ভালবাসার বাস্তবতা সমর্থন করার দ্বারা মালাখি শুরু করেছিলেন, শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা এবং সরল ও আন্তরিক এবাদতের প্রতি যথার্থভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য এই ভালবাসা আহ্বান করা হয়েছে। এর পরিবর্তে লোকেরা তাদের মূল্যহীন কোরবানীর দ্বারা এবং তাদের এবাদতের কপট ধর্মীয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা আল্লাহ্‌কে অসম্মানিত করেছিল।	
যুক্তি ২	১:৬–২:৯	মালাখি এই সকল দোষ প্রকাশ করেছেন এবং এই সব দোষ উপেক্ষা করার জন্য ইমামদের তিরস্কার করেছেন। আর এর দ্বারা আল্লাহ্‌র শরীয়তে লেবীয়দের প্রতি নিয়ম তারা ভঙ্গ করেছেন।	ইসরাইলের প্রতি প্রদত্ত মূসার শরীয়তকে স্মরণ করা
যুক্তি ৩	২:১-১৬	ইসরাইলের বিরুদ্ধে শরীয়ত নিয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ প্রতিমাপূজাকারীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মালাখি দোষারোপ করেন এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের নিয়মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা স্বরূপ অবৈধভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করাকে দোষারোপ করেন, যা আল্লাহ্‌র রহমতে নবায়ন করা হবে।	
যুক্তি ৪	২:১৭–৩:৫	তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, মাবুদ তাঁর বিচার সমর্থন করবেন, এভাবে মালাখি তাঁর অভিযোগগুলোকে বিধৃত করেছেন। এটি তখন পূর্ণ হবে যখন “ব্যবস্থা কাজে পরিণতকারী দূত” দুষ্টদের বিচার করতে আসবেন (যখন মাবুদ সাক্ষী হিসেবে ২:১০-১৬ আয়াত অনুসারে কেবল জেনাকারীদের বিচার করবেন না, কিন্তু তিনি অন্য দোষীদেরকেও বিচার করবেন) এবং এই কারণে অবশেষে তারা গ্রহণযোগ্য উপহার দেবে।	ইসরাইলকে ইলিয়াসের প্রতিজ্ঞা এবং মাবুদের আগমনের দিনের প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করতে হবে
যুক্তি ৫	৩:৬-১২	মালাখি ইসরাইলের উপহার সংক্রান্ত বিষয়ের কাছে ফিরে আসলেন। লোকেরা প্রতিকূল পার্থিব অবস্থা এবং অভিশাপের মধ্যে বাস করার বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল – তথাপি তাদের আচরণে নয়, কিন্তু এসব ঘটেছিল যথাযথ উপহার না দেবার কারণে। এই জন্য মালাখি তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তারা দশমাংশ সম্পর্কে সচেতন হয়, যাতে থাকবে বেহেশতী রহমতের দ্বারা পরিপূর্ণ পুরস্কার।	
যুক্তি ৬	৩:১৬–৪:৩	মালাখি তাঁর সমসাময়িক সেই দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর অসন্তোষের কথা ব্যক্ত করেছেন, যারা মনে করত যে তাদের সৌভাগ্য ও উন্নতির জন্য তারা আল্লাহ্‌র বিচার থেকে রেহাই পেয়েছে, তথাপি তারা বিচারিত হবে, আর যারা তাঁকে ভয় করে, মাবুদ তাদের বিচার থেকে রেহাই দেবেন।	
সারসংক্ষেপ	৪:৪-৬	মালাখি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রধান বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ করেছেন: মূসার শরীয়ত স্মরণ করা (১-৩ যুক্তির কেন্দ্রবিন্দু এবং ইলিয়াসের প্রতিজ্ঞা এবং মাবুদের আগমনের দিনের প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করা (৪-৬ আয়াত, যুক্তি কেন্দ্রবিন্দু)।	

BACIB International Bible CHURCH

ইসরাইলের প্রতি মাবুদের প্রেম

১ ১ মালাখির দ্বারা ইসরাইলের প্রতি মাবুদের
কালামরূপ দৈববাণী।
২ আমি তোমাদেরকে মহব্বত করেছি, মাবুদ
এই কথা বলেন। কিন্তু তোমরা বলছো, কিসে
তুমি আমাদেরকে মহব্বত করেছ? মাবুদ বলেন,
ইস্‌ কি ইয়াকুবের ভাই নয়? তবুও আমি
ইয়াকুবকে প্রেম করেছি; ৩ কিন্তু ইস্‌কে অপ্রেম
করেছি, তার পর্বতমালাকে ধ্বংসস্থান ও তার
অধিকার মরুভূমিস্থ শিয়ালদের বাসস্থান করেছি।
৪ ইদোম বলে, আমরা চূর্ণ হয়েছি বটে, কিন্তু
ফিরে উৎসন্ন স্থানগুলো গাঁথব; বাহিনীগণের মাবুদ
এই কথা বলেন, তারা গাঁথবে, কিন্তু আমি ভেঙ্গে
ফেলবো এবং তাদেরকে এই নাম দেওয়া যাবে,
‘দুষ্টতার অঞ্চল’ ও ‘সেই জাতি, যার প্রতি মাবুদ
নিয়ত ক্রোধ করেন’। ৫ আর তোমাদের চোখ তা
দেখবে এবং তোমরা বলবে, ইসরাইলের সীমান-
ার বাইরেও মাবুদ মহীয়ান হোন।

ইমামদের ভ্রষ্টতা

৬ পুত্র পিতাকে এবং গোলাম প্রভুকে সমাদর
করে; ভাল, আমি যদি পিতা হই, তবে আমার
সমাদর কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে
আমার প্রতি ভয় কোথায়? হে ইমামেরা, তোমরা
যে আমার নাম অবজ্ঞা করছো, তোমাদেরকেই
বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন। কিন্তু
তোমরা বলছো, কিসে তোমার নাম অবজ্ঞা
করেছি? ৭ তোমরা আমার কোরবানগাহ্‌র উপরে
নাপাক খাদ্য নিবেদন করেছ। তবুও বলছো,
কিসে তোমাকে নাপাক করেছি? মাবুদের টেবিল
তুচ্ছ, এই কথা বলাতেই তা করেছ। ৮ আর যখন
তোমরা কোরবানীর জন্য অন্ধ পশু কোরবানী
কর, সেটি কি মন্দ নয়? এবং যখন খঞ্জ ও রুগ্ন
পশু কোরবানী কর, সেটি কি মন্দ নয়? তোমার
দেশের শাসনকর্তার কাছে তা কোরবানী কর
দেখি; সে কি তোমার প্রতি খুশি হবে? সে কি
তোমাকে গ্রাহ্য করবে? এই কথা বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন। ৯ এখন বলি, শোন, আল্লাহ্‌র
কাছে ফরিয়াদ কর, যেন তিনি আমাদের প্রতি
সদয় হন; তোমাদের হাত দিয়ে ঐ কাজ সম্পন্ন
হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কি তিনি কাউকেও
গ্রাহ্য করবেন? এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন। ১০ হায়! তোমাদেরই মধ্যে এক জন যদি
কবাট বন্ধ করতো, যেন তোমরা আমার
কোরবানগাহ্‌র উপরে বৃথা আগুন জ্বালাতে না
পার! তোমাদের উপর আমি সন্তুষ্ট নই, এই কথা
বাহিনীগণের মাবুদ বলেন; এবং তোমাদের হাত
থেকে আমি নৈবেদ্য গ্রাহ্য করবো না। ১১ কারণ
সূর্যের উদয়স্থান থেকে তার অস্তগমনস্থান পর্যন্ত
জাতিদের মধ্যে আমার নাম মহৎ এবং প্রত্যেক
স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায় ও
পবিত্র নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হচ্ছে; কেননা জাতিদের
মধ্যে আমার নাম মহৎ, এই কথা বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন। ১২ কিন্তু তোমরা তা নাপাক
করছো; কেননা তোমরা বলছো, মাবুদের টেবিল
নাপাক, সেই টেবিলের ফল, তাঁর খাদ্য তুচ্ছ।
১৩ আরও বলছো, দেখ, কেমন বিড়ম্বনা! আর
তোমরা তার উপরে ফুঁ দিয়েছ, এই বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন। আর তোমরা লুণ্ঠিত, খঞ্জ ও রুগ্ন
পশুকে উপস্থিত করেছ, এমনভাবে নৈবেদ্য
উপস্থিত করছো; আমি কি তোমাদের হাত থেকে
তা গ্রাহ্য করবো? মাবুদ এই কথা বলেন।
১৪ আর পালের মধ্যে পুরুষ পশু থাকলেও যে
প্রতারক মানত করে প্রভুর উদ্দেশে খুঁতযুক্ত পশু
কোরবানী করে, সে বদদোয়াগ্রস্ত; কেননা আমি
মহান বাদশাহ্‌, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন; এবং জাতিদের মধ্যে আমার নাম
ভয়াবহ।

[১:১] প্রেরিত ৭:৩৮; রোমীয় ৩:১-২; ১পিতর ৪:১১।
[১:২] দ্বি:বি ৪:৩৭।
[১:৩] লূক ১৪:২৬।
[১:৪] ইশা ৯:১০।
[১:৫] জবুর ৩৫:২৭; ৪৮:১; মীখা ৫:৪।
[১:৬] লেবীয় ২০:৯; মথি ১৫:৪; ২৩:৯।
[১:৭] ইহি ২৩:৪১।
[১:৮] লেবীয় ১:৩; দ্বি:বি ১৫:২১।
[১:৯] লেবীয় ২৩:৩৩-৪৪; জবুর ৫১:১৭; মীখা ৬:৬-৮; রোমীয় ১২:১; ইব ১৩:১৬।
[১:১০] হোশেয় ৫:৬।
[১:১১] ইশা ৬০:৬-৭; প্রকা ৫:৮; ৮:৩।
[১:১২] আয়াত ৭।
[১:১৩] ইশা ৪৩:২২-২৪।
[১:১৪] জবুর ৯৫:৩; ওব ১:২১; ১তীম ৬:১৫।

১:১ মাবুদের কালামরূপ দৈববাণী। দেখুন জাকা ৯:১; ১২:১; এর সাথে হাবা ১:১ আয়াত ও নোটও দেখুন।

১:২ আমি তোমাদেরকে মহব্বত করেছি। মাবুদের অবিশ্বস্ত জাতির লোকদের প্রতি তাঁর আশ্বাসবাণী।

১:৩ ইস্‌কে অপ্রেম করেছি। আল্লাহ্‌র লোকেরা যদি মাবুদ আল্লাহ্‌র মহব্বতকে সন্দেহ করে, তাহলে তাদের উচিত ইয়াকুবের সাথে আল্লাহ্‌ যে আচরণ করেছেন, তার সাথে ইয়াকুবের (ইসরাইলের) ভাই ভাই ইসের (ইদোম) প্রতি আল্লাহ্‌র আচরণের তুলনা করা। প্রেরিত পৌল ইয়াকুবের প্রতি আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং ইসের প্রতি ঘৃণার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন (রোমীয় ৯:১০-১৩ আয়াত দেখুন এবং ৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৪ ইদোম বলে। ইদোমের আত্ম গরিমা তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না (তুলনা করুন ইয়ার ৪৯:১৬)।

১:৫ ইসরাইলের সীমানার বাইরেও মাবুদ মহীয়ান হোন। অবিশ্বাসী ইসরাইল যখন ইদোমের চূড়ান্ত পরিণতি দেখলো, তখন সে স্বীকার করলো যে মাবুদ আল্লাহ্‌ই সকল জাতির উপরে মহান শাসক (দেখুন জবুর ৪৭:২; ৯৬:১০; ৯৭:১, ৯ আয়াত)।

১:৬ পুত্র পিতাকে ... সমাদর করে। তুলনা করুন ইশা ১:২-৩। *হে ইমামেরা ... আমার নাম অবজ্ঞা করছো।* তুলনা করুন ২:৫; আরও দেখুন ইশা ১:৪ আয়াত।

১:৮ অন্ধ ... খঞ্জ ও রুগ্ন। কোন প্রকার ত্রুটি থাকলে সেই পশুটি কোরবানীর জন্য উপযুক্ত বলে গ্রাহ্য হত না (লেবীয় ১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:১০ যদি কবাট বন্ধ করতো। খুঁত সহ কোরবানী দেওয়ার বদলে আদৌ কোন কোরবানী না দেওয়া আরও ভাল (ইশা ১:১১-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:১১ জাতিদের মধ্যে আমার নাম মহৎ। এর সাথে তুলনা করুন ইদোমের প্রতি আল্লাহ্‌র বিচার (আয়াত ৫)।

১:১৩ তোমরা তার উপরে ফুঁ দিয়েছ। তুলনা করুন ১ শামু ২:১৫-১৭ আয়াতের ইমাম আলীর ছেলেদের আচরণ।

BACIB International Bible CHURCH

২ ১ এখন, হে ইমামেরা, তোমাদের প্রতি এই
হুকুম। ২ বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, যদি
আমার নামের মহিমা স্বীকার করার জন্য তোমরা
কথা না শোন ও মনোযোগ না কর, তবে আমি
তোমাদের উপরে বদদোয়া প্রেরণ করবো ও
তোমাদের দোয়ার পাত্র সকলকে বদদোয়া দেব;
বাস্তবিক আমি সেসব লোককে বদদোয়া দিয়েছি,
কেননা তোমরা মনোযোগ দাও না। ৩ দেখ,
আমি তোমাদের জন্য বংশধরকে ভর্ৎসনা করবো
ও তোমাদের মুখে বিষ্ঠা ছড়াব এবং লোকেরা
তার সঙ্গে তোমাদের নিয়ে যাবে।
৪ আর তোমরা জানবে, লেবির সঙ্গে যেন
আমার নিয়ম থাকে, সেজন্য আমি তোমাদের
কাছে এই হুকুম পাঠালাম, এই কথা বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন। ৫ তার সঙ্গে আমার যে নিয়ম ছিল,
তা জীবন ও শান্তির নিয়ম, আর আমি তাকে
উভয়ই দিতাম, যেন সে ভয় করে, আর সে
আমাকে ভয় করতো এবং আমার নামে ভয়
পেত। ৬ তার মুখে সত্যের ব্যবস্থা ছিল ও তার
কথায় কোন অন্যায় পাওয়া যেত না; সে শান্তিতে
ও সরলতায় আমার সঙ্গে চলাফেরা করতো এবং
অনেককে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখত। ৭ বস্তুত
ইমামের মুখ জ্ঞান রক্ষা করে ও তার মুখে
লোকেরা শরীয়তের খোঁজ করে; কেননা সে
বাহিনীগণের মাবুদের দূত। ৮ কিন্তু তোমরা পথ
থেকে সরে পড়েছ, শরীয়তের বিষয়ে অনেককে
হোঁচট খাইয়েছ; তোমরা লেবির নিয়ম নষ্ট
করেছ; এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।
৯ এজন্য আমিও সকল লোকের সাক্ষাতে
তোমাদেরকে তুচ্ছতার পাত্র ও নিচ করলাম, কারণ
তোমরা আমার পথ রক্ষা করছো না, শরীয়তের
বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব করে থাক।

নিয়ম রক্ষা না করে এহুদার বেঈমানী

১০ আমাদের সকলের কি এক জন পিতা নন?
এই আল্লাহ্‌ই কি আমাদের সৃষ্টি করেন নি? তবে
আমরা কেন প্রত্যেকে আপন আপন ভাইয়ের
প্রতি বেঈমানী করি, নিজেদের পৈতৃক নিয়ম
নাপাক করি? ১১ এহুদা বেঈমানী করেছে এবং
ইসরাইল ও জেরুশালেমে জঘন্য কাজ করেছে;
কেননা এহুদা মাবুদের সেই পবিত্রস্থান নাপাক
করেছে, যা তিনি ভালবাসেন ও এক বিজাতীয়
দেবতার কন্যাকে বিয়ে করেছে। ১২ যে ব্যক্তি
এই কাজ করে, মাবুদ তার প্রতি এরকম
করবেন, ইয়াকুবের তাঁবুগুলো থেকে যে জাগায়
ও যে উত্তর দেয় এবং যে বাহিনীগণের মাবুদের
উদ্দেশে নৈবেদ্য আনয়ন করে, তাকে উচ্ছিন্ন
করবেন।
১৩ আর তোমাদের দ্বিতীয় অপকর্ম এই,
তোমরা অশ্রুপাতে, কান্নাকাটিতে ও আর্তস্বরে
মাবুদের কোরবানগাহ্‌ আচ্ছন্ন করে থাক, কারণ
তিনি আর কোরবানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না
ও তোমাদের হাত থেকে তুষ্টিজনক বলে কিছু
গ্রাহ্য করেন না। ১৪ তবুও তোমরা বলছো, এর
কারণ কি? কারণ এই, মাবুদ তোমার
যৌবনকালীন স্ত্রীর ও তোমার মধ্যে সাক্ষী
হয়েছেন; ফলত তুমি তার প্রতি বেঈমানী
করেছ, যদিও সে তোমার সখী ও তোমার
নিয়মের স্ত্রী। ১৫ মাবুদ কি স্বামী ও স্ত্রীকে এক
করে সৃষ্টি করেন নি? রূহে ও মাংসে তারা
তাঁরই। তারা কেন এক? কারণ তিনি তাদের
মধ্য দিয়ে একটি আল্লাহ্‌ভক্ত বংশ রক্ষা করতে
চেয়েছিলেন। অতএব তোমার নিজ নিজ রূহের
বিষয়ে সাবধান হও এবং কেউ তার
যৌবনকালীন স্ত্রীর প্রতি বেঈমানী না করুক।
১৬ কেননা আমি স্ত্রীত্যাগ ঘৃণা করি, এই কথা
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ বলেন, আর যে তার
পোশাক জোর-জুলুম দিয়ে ঢাকে, তাকে ঘৃণা
করি, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।
অতএব তোমরা নিজ নিজ রূহের বিষয়ে সাবধান
হও, বেঈমানী করো না।

ইহুদীদের প্রতি অনুযোগ ও ধার্মিকতারূপ সূর্যের আগমন

১৭ তোমরা নিজ নিজ কথা দ্বারা মাবুদকে ক্লান্ত
করেছ। তবুও বলে থাক, কিসে তাঁকে ক্লান্ত

[২:১] আয়াত ৭।
[২:২] মথি ১৫:৭-৯; ইউ ৫:২৩; ১তীম ৬:১৬; প্রকা ৫:১২-১৩।
[২:৩] হিজ ২৯:১৪; লেবীয় ৪:১১; আইউ ৯:৩১।
[২:৪] শুমারী ৩:১২।
[২:৫] দ্বিঃবি ৩৩:৯; জবুর ২৫:১০; ১০৩:১৮; মথি ২৬:২৮; লূক ২২:২০; ইব ৭:২২।
[২:৬] দ্বিঃবি ৩৩:১০।
[২:৭] ইয়ার ১৮:১৮।
[২:৮] হিজ ৩২:৮; ইয়ার ২:৮।
[২:৯] ১শামু ২:৩০; জবুর ২২:৬; ইয়ার ৫১:৩৭।
[২:১০] হিজ ৪:২২; মথি ৫:১৬; ৬:৪, ১৮; লূক ১১:২; ১করি ৮:৬।
[২:১১] ইশা ১:১৩; ৪৮:৮।
[২:১২] ১শামু ২:৩০-৩৩; ইহি ২৪:২১।
[২:১৩] ইয়ার ১১:১১।
[২:১৪] পয়দা ২১:৩০; ইউসা ২৪:২২।
[২:১৫] দ্বিঃবি ১৪:২; ১করি ৭:১৪।
[২:১৬] দ্বিঃবি ২৪:১; মথি ৫:৩১-৩২; ১৯:৪-৯; মার্ক ১০:৪-৫।
[২:১৭] ইশা ১:১৪।

২:২ তোমাদের দোয়ার পাত্র সকলকে বদদোয়া দেব। ইমামেরাই লোকদের উপরে আল্লাহ্‌র দোয়া বা বদদোয়া ঘোষণা করতেন (শুমারী ৬:২৩-২৭ আয়াত দেখুন), কিন্তু তাদের এই আচরণ অনেক সময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পড়তো।

২:৩ তোমাদের জন্য। তোমরা যা করেছ সেজন্য। *তোমাদের মুখে বিষ্ঠা ছড়াব।* অর্থাৎ তোমাদেরকে অপমান করবো (নাহূম ৩:৬)।

২:৪ লেবির সঙ্গে। ইমামদেরকে লেবীয় বংশ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল (দ্বি.বি. ২১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:৬ শান্তিতে ও সরলতায়। জবুর ৩৭:৩৭ আয়াতেও এ কথা বলা হয়েছে, তবে সেখানে শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা অর্থে কথাটি বলা হয়েছে।

২:৮ লেবির নিয়ম নষ্ট করেছ। ভুল শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে, তবে সম্ভবত পৌত্তলিক জাতির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েও (উযা ৯:১; ১০:১৮-২২; নহি ১৩:২৭-২৯ আয়াত দেখুন)।

২:১১ বিজাতীয় দেবতার কন্যা। অর্থাৎ পৌত্তলিক জাতির কোন নারী। এ ধরনের বিয়ে শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল, যেন তা জাতিকে ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে না যায়।

২:১৩ অশ্রুপাতে, কান্নাকাটিতে ও আর্তস্বরে। কারণ আল্লাহ্‌ তাদের কোরবানী গ্রাহ্য করেন এবং তাদের মুনাজাতের কোন উত্তরও দেন না।

২:১৭ নিজ নিজ কথা দ্বারা মাবুদকে ক্লান্ত করেছ। ইশা ৪৩:২৪ আয়াতে ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌ মাবুদ আল্লাহ্‌কে ক্লান্ত করেছিল। *যে কেউ দুষ্কর্ম করে, সে মাবুদের দৃষ্টিতে উত্তম।*

BACIB
International Bible CHURCH

করেছি? এই কথায় করছো, তোমরা বলছো, যে
কেউ দুষ্কর্ম করে, সে মাবুদের দৃষ্টিতে উত্তম;
তিনি তাদের প্রতি প্রীত; অথবা, বিচারকর্তা
আল্লাহ্‌ কোথায়?
৩ ১ দেখ, আমি আমার দূতকে প্রেরণ করবো,
সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে; এবং
তোমরা যে প্রভুর খোঁজ করছো, তিনি অকস্মাৎ
তাঁর এবাদতখানায় আসবেন; নিয়মের সেই দূত,
যাঁতে তোমাদের প্রীতি, দেখ, তিনি আসছেন,
এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। ২ কিন্তু তাঁর
আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে; আর
তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াতে পারবে; কেননা
তিনি রূপা পরিষ্কার করা আগুনের মত ও ধোপার
সাবানের মত। ৩ তিনি রূপা-পরিষ্কারক ও
শুদ্ধিকারক হয়ে বসবেন, তিনি লেবির সন্তানদের
পাক-পবিত্র করবেন, সোনার ও রূপার মত
তাদের বিশুদ্ধ করবেন; তাতে তারা মাবুদের
উদ্দেশে ধার্মিকতায় নৈবেদ্য কোরবানী করবে।
৪ তখন এহুদা ও জেরুশালেমের নৈবেদ্য মাবুদের
তুষ্টিজনক হবে, যেমন আগেকার দিনে,
আদিকালের বছরগুলোতে হয়েছিল।
৫ আর আমি বিচার করতে তোমাদের কাছে
আসব; এবং মায়াবী, পতিতাগামী ও মিথ্যা
শপথকারীদের বিরুদ্ধে ও যারা বেতনের বিষয়ে
বেতনজীবীর প্রতি এবং বিধবা ও এতিম লোকের
প্রতি জুলুম করে, বিদেশীর প্রতি অন্যায় করে ও
আমাকে ভয় করে না, তাদের বিরুদ্ধে আমি
সাক্ষী দিতে দেরি করবো না, এই কথা বাহি-
নীগণের মাবুদ বলেন।
৬ কারণ আমি মাবুদ, আমার পরিবর্তন নেই;
তাই তোমরা, হে ইয়াকুবের সন্তানেরা, বিনষ্ট
হচ্ছ না। ৭ তোমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে
তোমরা আমার বিধিকলাপ থেকে সরে পড়েছ,
সেসব পালন কর নি। আমার কাছে ফিরে এসো,
আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসবো, এই
কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। কিন্তু তোমরা
বলছো, আমরা কিসে ফিরব?

আল্লাহ্‌কে ঠকিয়ো না

৮ মানুষ কি আল্লাহ্‌কে ঠকাবে? তোমরা তো
আমাকে ঠকিয়ে থাক। কিন্তু তোমরা বলছো,
কিসে তোমাকে ঠকিয়েছি? দশমাংশে ও
উপহারে। ৯ তোমরা অভিশাপে বদদোয়াগ্রস্ত;
হ্যাঁ, তোমরা, এ সব জাতি, আমাকেই ঠকাচ্ছ।
১০ তোমরা সমস্ত দশ ভাগের এক ভাগ ভাণ্ডারে
আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে; আর
তোমরা এতে আমার পরীক্ষা কর, এই কথা
বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, আমি আসমানের
দরজাগুলো মুক্ত করে তোমাদের প্রতি অপরিমেয়
দোয়া বর্ষণ করি কি না। ১১ আর আমি
তোমাদের জন্য গ্রাসকারীকে ভর্ৎসনা করবো, সে
তোমাদের ভূমির ফল বিনষ্ট করবে না এবং
ক্ষেতে তোমাদের আঙ্গুরলতার ফল অকালে
ঝরাবে না, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।
১২ আর সর্ব জাতি তোমাদেরকে সুখী বলবে,
কেননা তোমরা প্রীতিজনক দেশ হবে, এই কথা
বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।
১৩ তোমরা আমার বিরুদ্ধে শক্ত শক্ত কথা
বলেছ, মাবুদ এই কথা বলেন। কিন্তু তোমরা
বলছো, আমরা কিসে তোমার বিরুদ্ধে কথা
বলেছি? তোমরা বলেছ, আল্লাহ্‌র সেবা করা
অনর্থক; ১৪ এবং তাঁর রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা ও
বাহিনীগণের মাবুদের সাক্ষাতে শোকবেশে
চলাফেরা করায় আমাদের লাভ কি হল?
১৫ আমরা এখন গর্বিত লোকদেরকে সুখী বলি;
হ্যাঁ, দুর্বৃত্তরা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরীক্ষা
করেও রক্ষা পায়।

[৩:১] ইশা ৪০:৩; মথি ৩:৩; ১১:১০; মার্ক ১:২; লূক ৭:২৭।
[৩:২] দানি ৭:১৩; যোয়েল ২:৩১; মথি ১৬:২৭; ইয়াকুব ৫:৮; ২পিতর ৩:৪; প্রকা ১:৭।
[৩:৩] দানি ১২:১০; ১করি ৩:১৩।
[৩:৩] ১খান্দান ২৩:২৮; ইশা ১:২৫।
[৩:৪] ২খান্দান ৭:৩; ইহি ২০:৪০।
[৩:৫] হিজ ৭:১১; ইশা ৪৭:৯।
[৩:৬] শুমারী ২৩:১৯; ইব ৭:২১; ইয়াকুব ১:১৭।
[৩:৭] ইশা ৪৪:২২; ইহি ১৮:৩২।
[৩:৮] জাকা ৫:৩।
[৩:৯] দ্বি:বি ১১:২৬; ২৮:১৫-৬৮; জাকা ৫:৩।
[৩:১০] হিজ ২২:২৯।
[৩:১১] হিজ ১০:১৫; দ্বি:বি ২৮:৩৯।
[৩:১২] দ্বি:বি ২৮:৩-১২; ইশা ৬১:৯।
[৩:১৩] মালা ১:২।
[৩:১৪] জবুর ৭৩:১৩; ইশা ৫৭:১০।
[৩:১৫] জবুর ১১৯:২১।

এমনই ছিল সে সময়কার লোকদের বিকৃত চিন্তা।

৩:১ আমার দূত। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে “মাল’য়াখি” (১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। সাধারণত এই শব্দটি ইমাম বা নবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে (হগয় ১:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:৩ রূপা-পরিষ্কারক ও শুদ্ধিকারক হয়ে বসবেন। দেখুন জবুর ১২:৬ আয়াত ও নোট। *লেবির সন্তানদের পাক-পবিত্র করবেন।* যাদের মাবুদের দূত হওয়ার কথা ছিল এবং যাদের এবাদতখানায় সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার কথা তাদেরকেই নিজ নিজ গুনাহ্‌র জন্য ও অবিশ্বস্ততার জন্য পরিষ্কৃত হতে হবে, যাদেরকে ১:৬–২:৯ আয়াতে মাবুদ আল্লাহ্‌ তিরস্কার করেছেন।

৩:৬ আমার পরিবর্তন নেই। ইয়াকুব ১:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন ইদোম (১:৩-৫) এবং ইসরাইলের অবিশ্বস্ততার ইতিহাস।

৩:৭ ফিরে এসো ... ফিরে আসবো। যদি মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতির উদ্ধারের জন্য ফিরে আসেন, তাহলে তাকে অবশ্যই মন পরিবর্তন করতে হবে।

৩:১০ ভাণ্ডার। এবাদতখানার ভাণ্ডার বা মজুদ ঘর। ১ বাদশাহ্‌ ৭:৫১; ২ খান্দান ৩১:১১-১২; নহি ১৩:১২ আয়াত দেখুন। *আসমানের দরজাগুলো।* অন্যান্য স্থানে এর মধ্য দিয়ে মহা বন্যার কথা বলা হয়েছে (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ৭:২, ১৯; জবুর ৭৮:২৩-২৪ আয়াত এবং ৭৮:২৩ আয়াতের নোট)। *অপরিমেয় দোয়া বর্ষণ করি কি না।* আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত নিয়মের দোয়া (দ্বি.বি. ২৮:১২ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইশা ৪:৩)।

৩:১১ গ্রাসকারী ... ভূমির ফল বিনষ্ট করবে না। যা শরীয়তের একটি অন্যতম বদদোয়া ছিল (দ্বি.বি. ২৮:৩৯-৪০ আয়াত দেখুন)।

৩:১২ তোমাদেরকে সুখী বলবে। হযরত ইব্রাহিমের প্রতি কৃত ওয়াদার পরিপূর্ণতা হিসেবে (পয়দা ১২:২-৩; ইশা ৬১:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১৪ আল্লাহ্‌র সেবা করা অনর্থক। কারণ তারা যে উদ্ধার ও প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করছিল তা তখনও পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। *শোকবেশে।* অর্থাৎ চট পরে ও ছাই মেখে চলাফেরা করার কথা বলা হয়েছে।

৩:১৫ গর্বিত লোক। দুষ্ট লোকেরা, যারা আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করে (জবুর ১০:১১ আয়াত দেখুন)। *দুর্বৃত্তরা প্রতিষ্ঠিত হয় ...*

ধার্মিকতার পুরস্কার

১৬ তখন, যারা মাবুদকে ভয় করতো, তারা
পরস্পর আলাপ করলো এবং মাবুদ মনোযোগ
দিয়ে শুনলেন; আর যারা মাবুদকে ভয় করতো ও
তাঁর নাম ধ্যান করতো, তাদের জন্য তাঁর সম্মুখে
একটি স্মরণ করার কিতাব লেখা হল। ১৭ আর
তারা আমারই হবে, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন; আমার কাজ করার দিনে তারা আমার
নিজস্ব হবে; এবং কোন মানুষ যেমন আপন
সেবাকারী পুত্রের প্রতি মমতা করে, আমি তাদের
প্রতি তেমনি মমতা করবো। ১৮ তখন তোমরা
ফিরে আসবে এবং ধার্মিক ও দুষ্টের মধ্যে, যে
আল্লাহ্‌র সেবা করে ও যে তাঁর সেবা না করে,
উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখবে।

মাবুদের মহান দিন

৪ ১ কারণ দেখ, সেদিন আসছে, তা হাপরের
মত জ্বলবে এবং দাম্ভিক ও দুর্বৃত্তরা সকলে
খড়ের মত হবে; আর সেই যেদিন আসছে, তা
তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে, এই কথা বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন; সে দিন তাদের মূল বা শাখা
কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। ২ কিন্তু তোমরা যে
আমার নাম ভয় করে থাক, তোমাদের প্রতি
ধার্মিকতা-সূর্য উদিত হবেন, তাঁর রশ্মিতে থাকবে
সুস্থতা; এবং তোমরা বের হয়ে পালের
বাছুরগুলোর মত নাচবে। ৩ আর তোমরা দুষ্ট
লোকদেরকে মাড়াই করবে; কেননা আমার কাজ
করার দিনে তারা তোমাদের পদতলে ছাইয়ের
মত হবে, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।
৪ তোমরা আমার গোলাম মূসার শরীয়ত
স্মরণ কর; তাকে আমি হোরেবে সমস্ত
ইসরাইলের জন্য সেই বিধি ও অনুশাসন হুকুম
করেছিলাম। ৫ দেখ, মাবুদের সেই মহৎ ও
ভয়ঙ্কর দিন আসার আগে আমি তোমাদের কাছে
নবী ইলিয়াসকে প্রেরণ করবো। ৬ সে সন্তানদের
প্রতি পিতাদের হৃদয় ও পিতাদের প্রতি
সন্তানদের হৃদয় ফিরাবে; পাছে আমি এসে
দুনিয়াকে অভিশাপে আঘাত করি।

[৩:১৬] লূক ১০:২০।
[৩:১৭] রোমীয় ৮:১৪; তীত ২:১৪।
[৩:১৮] পয়দা ১৮:২৫।
[৪:১] মথি ১১:১৪; প্রেরিত ২:২০।
[৪:২] দ্বি:বি ২৮:৫৮; প্রকা ১৪:১।
[৪:৩] আইউ ৪০:১২।
[৪:৪] মথি ৫:১৭; ৭:১২; রোমীয় ২:১৩; ৪:১৫; গালা ৩:২৪।
[৪:৫] ১বাদশা ১৭:১; মথি ১১:১৪; ১৬:১৪।
[৪:৬] লূক ১:১৭।

রক্ষা পায়। জবুর রচয়িতা এই একই কারণে জবুর ৭৩:৩, ৯-১২ আয়াতে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

৩:১৬ যারা মাবুদকে ভয় করতো। যারা তখনও মাবুদের প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করে নি এবং সমালোচনা করে নি। *তারা পরস্পর আলাপ করলো।* আল্লাহ্‌র বিপক্ষে যখন অধিকাংশ মানুষ সোচ্চার (আয়াত ১৪-১৫ দেখুন), তখন তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে ঈমানে স্থির রেখেছিল। *স্মরণ করার কিতাব।* দুনিয়ায় যে সমস্ত বাদশাহ্‌রা উল্লেখযোগ্য কীর্তি রেখে যেতেন তা স্মরণ করার জন্য কিতাব রচনা করা হত (দেখুন ইশা ৪:৩; দানি ৭:১০; ১২:১)।

৩:১৭ তারা আমার নিজস্ব হবে। দেখুন হিজ ১৯:৫ আয়াত ও নোট। *তাদের প্রতি তেমনি মমতা করবো।* শেষ বিচারের দিনের কথা বোঝানো হয়েছে (৪:১-২ আয়াত দেখুন)। *যে আল্লাহ্‌র সেবা করে।* তুলনা করুন আয়াত ১৬।

৩:১৮ তখন তোমরা ফিরে আসবে ... প্রভেদ দেখবে। এখন তারা তা দেখতে না পেলেও সেই সময় তারা তা দেখতে পাবে। *ধার্মিক ও দুষ্ট।* ২:১৭ আয়াত দেখুন।

৪:১ সেদিন। মাবুদের দিন (আয়াত ৫; ৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তা হাপরের মত জ্বলবে।* দেখুন আয়াত ৩:২-৩; ইশা ১:৩১; ৬:১৫-১৬ আয়াত ও নোট। *দাম্ভিক।* ৩:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *খড়ের মত ... পুড়িয়ে ফেলবে।* দেখুন ইশা ৪৭:১৪ আয়াত ও নোট; আরও দেখুন মথি ৩:১২ আয়াতে প্রভু ঈসা মসীহের কাজ সম্পর্কে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী। *মূল বা শাখা।* অর্থাৎ সামান্যতম অংশও অবশিষ্ট থাকবে না (ইহি ১৭:৮-৯ আয়াত দেখুন)।

৪:২ তোমরা যে আমার নাম ভয় করে থাক। কিংবা বলা যায়, "তোমরা যারা আমার নামের সম্মান কর"। এই কথাটির ভাবার্থ হচ্ছে, যারা মাবুদের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান প্রকাশ করে তাদের কাছে তাঁর কালামের অর্থ প্রকাশিত হবে (পয়দা ২০:১১; জবুর ৩৪:৮-১৪; মেসাল ১:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ধার্মিকতা-সূর্য।* আল্লাহ্‌ এবং তাঁর মহিমাকে ইশা ৬০:১৯ আয়াতে সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। মসীহ্‌ হলেন বেহেশতের "উদিত সূর্য" (লূক ১:৭৮-৭৯ আয়াত দেখুন এবং ১:৭৮ আয়াতের নোট দেখুন; ইশা ৯:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *ধার্মিকতা ... সুস্থতা।* এখানে নাজাত ও মানবাত্মার মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে (ইশা ৪৫:৮; ৪৬:১৩; ৫৩:৫; ইয়ার ৩০:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তাঁর রশ্মি।* তুলনা করুন জবুর ১৩৯:৯ আয়াত। *পালের বাছুরগুলোর মত নাচবে।* খোঁয়াড় থেকে ছাড়া হলে বাছুরেরা অনেক সময় পাগলের মত লাফালাফি শুরু করে দেয়।

৪:৩ দুষ্ট লোকদেরকে মাড়াই করবে। যেভাবে আঙ্গুর পেষণ যন্ত্রে মাড়াই করা হয় (ইশা ৬৩:২-৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪:৪ শরীয়ত স্মরণ কর। যারা মাবুদের আগমনের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে না তাদের জন্য আরেকবার আহ্বান জানানো হচ্ছে। *আমার গোলাম মূসা।* দেখুন হিজ ১৪:৩১; দ্বি.বি. ৩৪:৫ আয়াত ও নোট। *হোরেব।* সিনাই পর্বত (দেখুন হিজ ৩:১ আয়াত ও নোট)।

৪:৫ দেখুন আয়াত ৩:১ ও নোট। *নবী ইলিয়াস।* যেভাবে নবী ইলিয়াস এসেছিলেন নবী আল-ইয়াসার আগে (যাঁর পরিচর্যা ছিল বিচার ও উদ্ধারের), সেভাবে "ইলিয়াসকে" প্রেরণ করা হবে আল্লাহ্‌র লোকদেরকে প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া নবী ইলিয়াসের রূহে ও ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে পরিচর্যা কাজ করেছেন (লূক ১:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে মথি ১১:১৩-১৪; ১৭:১২-১৩; মথি ৯:১১-১৩ আয়াত দেখুন ও ৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। অনেকে মনে করেন যে, নবী ইলিয়াসও প্রকাশিতা কালাম ১১:৩ আয়াতের দুই জন সাক্ষীর মধ্যে একজন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন।* দেখুন আয়াত ১; এর সাথে ৩:২; যোয়েল ২:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:৬ হৃদয় ফিরাবে। তুলনা করুন পয়দা ১৮:১৯ আয়াত। লূক ১:১৭ আয়াত অনুসারে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া এই কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। *দুনিয়াকে অভিশাপে আঘাত করি।* যদি ইসরাইল জাতি মন পরিবর্তন না করে, তাহলে ইদোমকে আল্লাহ্‌ যেমন শাস্তি দিয়েছেন তাকেও তেমন শাস্তি পেতে হবে (আয়াত ১:৩-৪; ইশা ৩৪:৫ দেখুন)।

পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী সময়

কিতাবুল মোকাদ্দসের দুটি প্রধান খণ্ড পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম অর্থাৎ ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী সময় ছিল ভাঙা গড়া ও পরিবর্তনের সময়, যখন ক্ষমতাসীন জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পুনর্বিন্যাস ঘটছিল এবং প্রায় ৩ হাজার বছরের পুরাতন মধ্য প্রাচ্যীয় সংস্কৃতির মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হতে চলেছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসের ইতিহাসে হযরত নহিমিয়ার সময়কাল থেকে প্রভু ঈসা মসীহের জন্ম অবধি প্রায় ৪০০ বছরের এই ব্যবধানকে বলা হয় ইন্টারটেস্টামেন্টাল পিরিয়ড (৪৩৩-৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। অনেক সময় এই সময়টিকে বলা হয় "নীরব যুগ" কারণ এই সময়ের মধ্যে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটে নি বা কারও কাছে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ সাধিত হয় নি। কিন্তু এ সময় মধ্য প্রাচ্যের সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা ইঞ্জিল শরীফ তথা নতুন নিয়মের যুগের ইতিহাসের দৃশ্যপট প্রস্তুত করে দিয়েছিল। ইসরাইল জাতির উপরে বৈদেশিক শাসনের প্রভাব (৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ – ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দ); মার্ক এল স্ট্রস রচিত ফোর পোর্ট্রেটস ওয়ান জিজাস (২০০৯) গ্রন্থ থেকে জনডারভান প্রকাশনীর অনু-মতিক্রমে নেওয়া হয়েছে।

ব্যাবিলনে বন্দীদশা বরণের কারণে ইসরাইল জাতি হারিয়েছিল তাদের স্বাধীনতা এবং বৃহৎ শাসক জাতিরাষ্ট্রের অধীন এক নগণ্য প্রজা প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে তেমন আর কিছু জানা যায় না, কারণ এ সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস ইহুদী ঐতিহাসিক যোসেফাস (৩৭-১০০ খ্রীষ্টাব্দ) এ সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। আলেকজান্ডার দি গ্রেট ইসরাইলের পবিত্র ভূখণ্ড দখল করে নেওয়ার কারণে এক নতুন ও আরও ভয়ঙ্কর হুমকির উদয় হল। আলেকজান্ডার দি গ্রেট এমন এক দুনিয়া গড়ার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন যা গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতির আদলে একীভূত হবে এবং তাঁর উত্তরসূরীরাও এই নীতি অনুসরণ করে শাসন করবেন। এই নীতিকে বলা হয়ে থাকে হেলেনাইজেশন, যা ইহুদীদের উপরে এক নাটকীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর (৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিগণ ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। তাদের মধ্যে দুজন নিজ নিজ নামে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন– মিসরীয় সাম্রাজ্যের টলেমী এবং সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের সেলুসিড। এরা উভয়েই পবিত্র ভূখণ্ডের দখলদারিত্ব নেওয়ার জন্য প্রায় এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে সংঘাত চালিয়ে গেছেন। টলেমীয় সাম্রাজ্য ইহুদী ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল, কিন্তু ১৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সেলুসিড ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন এবং ইহুদীদের ইতিহাসের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেন। সেলুসিড রাজবংশের শাসনের প্রথম বছরগুলোতে টলেমী সাম্রাজ্যের শাসনের প্রভাব অনেকাংশে বিরাজমান ছিল। কিন্তু চতুর্থ এন্টিওকাস এপিফানেস (যাঁর উপাধির অর্থ "আল্লাহ্‌ প্রকাশ করেছেন"; তিনি ১৭৫-১৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন) হেলেনাইজেশন বা গ্রীকায়ন নীতির পরিবর্তন এনে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্য রক্ষা করতে গিয়ে এই পরিস্থিতি পাল্টে দেন। ইহুদীদের মধ্যে বিশেষত অভিজাত শ্রেণী এই নীতি ও গ্রীক সংস্কৃতায়ন বেশ সানন্দে গ্রহণ করলেও সাধারণ অনেক ইহুদী এতে প্রচণ্ডভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করে।

ম্যাকাবীয় ফিলিস্তিন এবং হাসমনীয় রাজবংশ

এন্টিয়কাস চেয়েছিলেন ইহুদী ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে। তিনি ইহুদী ধর্ম চর্চার বেশ কয়েকটি অপরিহার্য উপাদানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, পবিত্র তৌরাত শরীফের (পঞ্চকিতাব) সবগুলো অনুলিপি ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন এবং গ্রীকদের সর্ব প্রধান দেবতা জিউসের কাছে কোরবানী উৎসর্গ করা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি এরই ধারাবাহিকতায় জিউসের একটি বিরাট মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন এবং খোদ বায়তুল মোকাদ্দসের অভ্যন্তরে একটি শূকর কোরবানী করেছিলেন। এন্টিয়কাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন ইমাম বংশ থেকে আসা ম্যাথায়াস নামের একজন গ্রাম্য প্রাচীন এবং তাঁর পাঁচ জন ছেলে: যুডাস (যাকে "ম্যাকাবিয়াস" বলা হয় – সম্ভবত এই নামের অর্থ "যে হাতুড়ি পেটায়"), যোনাথন,

শিমোন, ইউহোন্না এবং ইলিয়াসর। ম্যাথ্যায়াস তাঁর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মোডেইন নামের একটি গ্রীক বেদী ধ্বংস করে দেন এবং এন্টিয়কাসের প্রতিনিধিকে হত্যা করেন। এর মাধ্যমেই শুরু হয়ে যায় ম্যাকাবীয় বিদ্রোহ, যা ২৪ বছর ব্যাপী একটি যুদ্ধে রূপ নেয় (১৬৬-১৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং এহুদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পুনর্জন্ম নেয়, যা ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমীয় শাসনামল শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বাধীনতা ধরে রেখেছিল।

তবে ম্যাথায়াস পরিবারের এই বিজয় প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন ফল বয়ে আনতে পারে নি। সর্বশেষ অর্থাৎ কনিষ্ঠ সন্তান শিমোনের মৃত্যুবরণের পর ম্যাথ্যায়াস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত হাসমোনীয় রাজবংশ পরিণত হতে শুরু করে তীব্র হেলেনীয় প্রভাব বিশিষ্ট একটি ভূখণ্ডে, যা অনেক ক্ষেত্রে সেলুসিড রাজবংশের সাথে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়তো। শিমোনের পুত্র ইয়াহিয়া হারসেনাসের শাসনামলে গোঁড়া ইহুদীরা ভোল পাল্টে ফেলেছিল, যারা এক সময় ম্যাকাবিয়াসকে দারুনভাবে সমর্থন দিয়েছিল। মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন ছাড়া হাসমোনীয়দের আর সবাই ইহুদী হেলেনীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে নিয়েছিল। ফরীশীদেরকে মূলত আলেকজান্ডার জেনিয়াস (১০৩ -৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নির্যাতন করতেন। এরপর জেনিয়াস, দ্বিতীয় এরিস্টোবুলাস এবং দ্বিতীয় হারসেনাসের সন্তানদের মধ্যে যখন ক্ষমতার টানাপোড়েন নিয়ে লড়াই চলছিল এমন এক ক্রান্তিলগ্নে ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে এবং হাসমোনীয় রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। মধ্য প্রাচ্যে রোমের প্রতিনিধি পম্পেই প্রায় তিন মাস অবরোধের পর জেরুশালেম দখল করে নেন এবং বায়তুল মোকাদ্দসে প্রবেশ করে সেখানে পরিচর্যা কাজে রত থাকা ইমামদেরকে হত্যা করেন। এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এমনভাবে রোমান সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটল যা ইহুদীদের পক্ষে ভুলে যাওয়া বা ক্ষমা করে দেওয়া দুটোই এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

সাহিত্যকর্ম

অত্যাচার, নির্যাতন, পরাধীনতা ও দ্বন্দ্বমুখর এই অস্থির পরিবেশেও ইহুদীদের মধ্যে বেশ কিছু সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়েছিল যা এই সময়টির প্রতিফল ঘটায়। এ সময়ের অন্যতম প্রধান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম হচ্ছে সেপ্টুয়াজিন্ট, এপোক্রিফা ও ডেড সী স্ক্রোল।

সেপ্টুয়াজিন্ট:

ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা অনুসারে টলেমী ফিলাডেফাসের (২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায় ৭২ জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটবর্তী ফারোস দ্বীপে নিয়ে আসা হয়, যেখানে তারা ৭২ দিন ব্যয় করে সমগ্র পুরাতন নিয়মটিকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। এই ধারণার কারণেই ল্যাটিন শব্দ ৭০ তথা "সেপ্টুয়াজিন্ট" নামে সংস্করণটি পরিচিত পায়। অনেক সময় সংক্ষেপে উল্লেখ করতে গিয়ে ৭০ সংখ্যাটির রোমীয় প্রতীক LXX ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ধারণার ব্যতিরেকে অনেকে মনে করে থাকেন যে, অন্তত তৌরাত শরীফটিকে (হযরত মূসার পঞ্চ কিতাব) ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক ভাষাভাষী ইহুদীদের জন্য অনুবাদ করা হয়। ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন নিয়মের বাকি অংশ এবং ক্যানন ভুক্ত হয় নি এমন আরও কিছু কিতাব সেপ্টুয়াজিন্টে একে একে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেপ্টুয়াজিন্ট খুব দ্রুত ইসরাইলের বাইরে বসবাসকারী ইহুদীদের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দস হয়ে ওঠে, যারা আলেকজান্দ্রিয়াবাসীদের মত আর হিব্রু ভাষা ব্যবহার করতো না। এর প্রভাব নিরূপণ করা বেশ কঠিন বিষয়। এতে করে আল্লাহ্‌র কালাম যেমন ভিন্ন ভাষাভাষী ইহুদীদের কাছে সহজবোধ্য হয়েছিল তেমনি তা সমগ্র গ্রীক সাম্রাজ্যের কাছে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে আদি মণ্ডলীতেও এই সংস্করণটি ব্যবহার হয়। এই সংস্করণের বহুল জনপ্রিয়তার কারণে এপোক্রিফা সংস্করণটি সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পায়।

এপোক্রিফা:

এই নামটি নেওয়া হয়েছে একটি গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ "লুকানো"। এপোক্রিফা নামটির অর্থ মূলত "নকল", কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কিতাবটি হচ্ছে ভিন্নধারার কিছু ঘটনার বর্ণনা। এই সঙ্কলনে রয়েছে বেশ কয়েকটি কিতাব যা ক্যাননকৃত কিতাব হিসেবেও স্বীকৃত ছিল। এর মধ্যে বলা যায় দ্বিতীয় এসদ্রাস এর কথা (৯০ খ্রীষ্টাব্দ) যা এই নীরব যুগে লেখা হয়েছিল। ইতিহাসের এক জটিল সময়ক্রান্তির কারণে এই সংস্করণটি রোমীয় ও প্রাচ্যীয় ঈসায়ী

ধর্মে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পুরাতন নিয়মের হিব্রু ক্যাননের সীমাবদ্ধতার কারণেও তা আজকের অনেক প্রোটেস্ট্যান্টও অনুসরণ করেন এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা পায়। কোন কিতাবটি ক্যাননের যোগ্য এবং কোনটি নয় তা নিয়ে আদি মণ্ডলীর নেতৃবর্গের মধ্যে অনেক বিবাদ থাকলেও এপোক্রিফার কিতাবগুলো রিফর্মেশনের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ব্যবহার করতে থাকেন। এই সময় অধিকাংশ প্রোটেস্ট্যান্ট মূল হিব্রু ক্যাননটি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন, অন্যদিকে রোম কাউন্সিল অব ট্রেন্ট (১৫৪৬) এবং আরও সাম্প্রতিককালে প্রথম ভ্যাটিকান কাউন্সিলে (১৮৬৯-৭০) আরও বিধৃত "আলেকজান্দ্রিয়ান" ক্যাননকে স্বীকৃতি দান করেন যাতে এপোক্রিফা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এপোক্রিফার কিতাবগুলো এক্লেশিয়াস্টিক্যাল কর্তৃত্বের যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে স্বীকৃত হয়ে এসেছিল, যা না হলে তা কখনোই ক্যাননকৃত কিতাব বলে দাবী করতে পারতো না। এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যে, প্রভু ঈসা মসীহ্ বা তাঁর কোন সাহাবী এপোক্রিফাভুক্ত কোন কিতাব থেকে, বিশেষ করে অনুপ্রাণিত কিতাব থেকে কোন ধরনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ইহুদী সমাজ তা তৈরি করেছিল তারাই আবার তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং প্রেরিতগণের কার্য বিবরণের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রেরিতগণ কখনোই তাদের কোন বক্তব্যে এপোক্রিফার কোন ধরনের উল্লেখ আনেন নি এবং এপোক্রিফায় যে সময়কালের বিষয়ে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেই সময় সম্পর্কেও তারা একেবারেই কোন কথা বলেন নি। গবেষণায় দেখা গেছে, এমনকি নেহায়েত ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত ১ম ম্যাকাবিয়াস কিতাবটিও নানা ধরনের ভুল ভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খল বর্ণনায় জর্জরিত। এপোক্রিফার কিতাবগুলোতে এমন কোন ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নেই যা ক্যাননীয় পাক কিতাবগুলোতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এই সাহিত্যকর্মটি পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী সময়কার ইতিহাস পর্যালোচনা করার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যের উৎস হিসেবে উপযোগী।

পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনাবলী

ইহুদীদের ইতিহাস

৪২৪-৩৩১

মালাখি, পুরাতন নিয়মের শেষ নবী

প্যালেষ্টাইন পারস্য শাসনকর্তাদের অধীনে একটা ছোট প্রদেশ।

প্যালেষ্টাইন, পারস্যের পঞ্চম প্রদেশের সীমানার মধ্যে পড়েছে, যার রাজধানী দামেস্ক বা সামেরিয়া

৩৫৯-৩২

ইহুদীরা তাদের পারস্য প্রভুদের অধীনে তুলনামূলকভাবে অধিক শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করেছিল।

৩৩৮-২৩

পারস্য প্রভুদের আনুগত্য প্রকাশ এবং মহান বিজেতা আলেক্‌জাণ্ডারের দেখানো ভয় এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে ইহুদীরা দোটানায় পড়ে।

আলেক্‌জাণ্ডার প্যালেষ্টাইন, সোর (৩৩২) গাজা প্রভৃতি অধিকারের মাধ্যমে দ্রুত সিরিয়ায় প্রবেশ করে। ইহুদীরা আলেক্‌জাণ্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আলেক্‌জাণ্ডার মিসর জয় করেন (৩৩২)।

আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া স্থাপিত হয়।

৩২৩-২২৭

আলেক্‌জাণ্ডারের বিজয়ের দ্বারা গ্রীক ভাষা, সংস্কৃতি এবং দর্শন ছড়িয়ে পড়ে।

টলেমীয়ের অধীনে প্যালেষ্টাইন

(৩২৩-১৯৮)

১ম টলেমী ইহুদীদের পছন্দ করতেন এবং অনেক ইহুদীকে আলেকজাণ্ড্রিয়ায় বসতি করতে দেন, যা তিনি অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়েছিলেন।

সমসাময়িক ঘটনা

সব তারিখ খ্রীঃপূঃ

পারস্য সাম্রাজ্য

২য় জারেক্সস্ (৪২৪-২৩)

২য় দারিয়াবস (৪২৩-৪০৪)

২য় আর্টা-জারেক্সেস্ (৪০৪-৩৫৮)

৩য় আর্টা-জারেক্সেস্ (৩৫৮-৩৮)

আরসিস (৩৩৮-৩৬)

৩য় দারিয়াবস (৩৩৬-৩১)

ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য

ফিলিপ (৩৫৯-৩৬)

গ্রীক প্রদেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

সেরোনিয়া বিজয় (৩৩৮)

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা ভেঙ্গে যায়।

মহান আলেক্‌জাণ্ডার (৩৩৬-২৩)

তিনটি চূড়ান্ত যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেন;

গ্র্যানকাস (৩৩৪),

ইসুস (৩৩৩),

গাউগামেলা (৩৩১),

ভারতে পৌছেন (৩২৭),

ব্যাবিলনে মৃত্যুবরণ করেন (৩২৩)।

আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাপতি ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হন।

টলেমীর এবং সেলুসিডস সাম্রাজ্য

১ম টলেমী (৩২৩-২৮২)

২য় টলেমী (২৮৪-৪৬)

১ম সেলুকাস (৩১২-২৮০)

১ম এণ্টিয়কাস (২৮০-৬২)

ইহুদীদের ইতিহাস

২য় টলেমী ইহুদীদের পছন্দ করতেন। তিনি পুরাতন নিয়ম গ্রীক ভাষায় (সেপ্টুয়াজিন্ট) অনুবাদ করতে শুরু করেন।

আরিস্‌টিয়াসের চিঠি

আলেকজাণ্ড্রিয়ার ইহুদীদের গ্রীককরণের কাজ অব্যাহত। প্যালেষ্টাইনের ইহুদীরা নিজেদের সংস্কৃতিতে অটল।

মারিসার রঙ্গিন কবরগুলো

সেলুসিড্‌দের অধীনে প্যালেষ্টাইন
(১৯৮-৬৫)

১৯৮
৩য় এণ্টিয়কাস, প্যালেষ্টাইন থেকে মিসরীয়দের বিতাড়িত করেন এবং এটা সেলুসিড্‌ সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন।

এক্লেসিয়াসটিকাস কিতাবটি লেখা হয় (প্রায় ১৮০), সেপ্টুয়াজিণ্ট সম্পূর্ণ হয় (প্রায় ১৫০)।

১৬৭-৬৫
ইহুদীদের গ্রীককরণকে প্ররোচিত করে।

৪র্থ এন্টিয়কাস জেরুশালেম লুট করেন, বায়তুল মোকাদ্দস অপবিত্র করেন এবং পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহে অলিম্পিয়ান জেউসের উদ্দেশ্যে কোরবানী করেন।
ম্যাক্কাবীয়দের বিদ্রোহ বৃদ্ধ ইমাম মত্তথিয় এবং তার পাঁচ পুত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

১৬৬-১৩৪
হাসমোনীয়দের অধীনে প্যালেষ্টাইন
(১৬৬-৬৩)
এহুদা (১৬৬-৬০) সিরীয় সৈন্যদের পরাজিত করেন। এবাদতখানা পরিষ্কার করেন এবং আবার উৎসর্গ করেন (১৬৬-৬৫)।

যোনাথন (১৬০-৪৩)

সমসাময়িক ঘটনা — সব তারিখ খ্রীঃপূঃ

৩য় টলেমী
(২৪৬-২২)
৪র্থ টলেমী
(২২২-২০৫)
৫ম টলেমী
(২০৪-১৮০)

রোমীয়দের অধীনে শাসন পর্যন্ত টলেমীর ধারা চলছিল যতদিন না মিসরকে প্রদেশ হিসাবে রোমীয় সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করা হয় (৩০)

২য় এণ্টিয়কাস
(২৬১-৪৬)
২য় সেলুকাস
(২৪৬-২৬)
৩য় সেলুকাস
(২২৬-২৩)
৩য় এণ্টিয়কাস
(২২৩-১৮৭)
৪র্থ সেলুকাস
(১৮৭-৭৫)
৪র্থ এণ্টিয়কাস এপিফেনিস
(১৭৫-৬৩)

৫ম এণ্টিয়কাস
(১৬৩-৬২)
১ম দীমীত্রিয়
(১৬২-৫০)

২য় দীমীত্রিয় এবং আলেক্‌জাণ্ডার বালাসের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ।

আলেক্‌জাণ্ডার বালাস
(১৫০-৪৫)

২য় দীমীত্রিয়
(১৪৫-৩৯)

ইহুদীদের ইতিহাস	**সমসাময়িক ঘটনা**
কূটনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে ইহুদীদের স্বাধীনতার দিকে আগানো।	শিমোনকে মহা-ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে এবং ইহুদীদেরকে প্রায় স্বাধীন বলে অনুমোদন দান করেন।
শিমোন (১৪৩-৩৫) ইহুদীদের স্বাধীন সময় আরম্ভ করেন (১৪৩-৩৬) সিরীয় সৈন্যবাহিনীকে তিনি জেরুশালেম থেকে বিতাড়িত করেন, গেষর এবং যাফো জয় করেন ১ ম্যাক্কাবিস, তোবিত, জুডিথ কিতাব।	
১৩৪-১৪০ জন হিরকানাস (১৩৫-১০৪), শিমোনের পুত্র, ট্রান্স জর্ডান, সামেরিয়া (গরিষীমের প্রতিদ্বন্ধী এবাদতখানা ধ্বংস করে) এবং ইদোম জয় করেন। তিনি গালীলের সতমল ভূমি থেকে নেগেভ পর্যন্ত এবং ভূমধ্য সাগর নবোতিয়া পর্যন্ত শাসন করতেন।	৭ম এন্টিয়াকাস (১৩৯-২৯) এহুদিয়া আক্রমণ করেন, জেরুশালেম দখল করেন, অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ প্রচুর কর আরোপ করেন, কিন্তু তার মৃত্যুতে প্যালেষ্টাইনের উপর সেলুসিডের ক্ষমতার সমাপ্তি হয়।
ইহুদী ধর্মে দু'টি প্রধান দলের উত্থান ফরীশী ও সদ্দূকী, এছাড়া এসেন্সদেরও উত্থান ফিলো, যোষেফাস, প্লিনি এবং মরু সাগরে পাওয়া স্ক্রোলের সারাংশ অনুসারে।	পম্পে কর্তৃক দখল এবং রোমীয় প্রদেশের অর্ন্তভুক্ত না করা পর্যন্ত দুর্বল প্রভাবমুক্ত সিরিয়া সাম্রাজ্য অব্যাহত ছিল (৬৪)।
১০৪-৬৯ ১ম এরিস্টোবুলাস (১০৪-৩), জন হিরকানাসের পুত্র, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে মৃত্যু। **আলেক্জাণ্ডার জেন্নিয়াস** (১০৩-৭৬), নিষ্ঠুর বিজেতা, ফরীশীদের শত্রুতা করার মাধ্যমে হাসমোনীয় রাজবংশের ভবিষ্যতে কি হবে তা পরিষ্কার হয়ে যায়।	**খিরবেট কুমরান,** উত্তর-পশ্চিম তীরে এসেনদের সদর দপ্তর প্রায় ১১০ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৩৭ পর্যন্ত খ্যাতির সঙ্গে বর্তমান ছিল। মরুসাগরে পাওয়া অনেক স্ক্রোলের তারিখ এই সময়ের এবং এর পরের সময়ের (প্রায় খ্রীঃপূঃ ১০০-৭০ খ্রীঃ)।
আলেকজাণ্ড্রা (৭৬-৭৭), আলেক্জাণ্ডার জেন্নিয়াসের স্ত্রী। ফরীশীদের স্বর্ণযুগ। সোলায়মানের জ্ঞান, সিবিলিনের ভবিষ্যদ্বাণী, হনোকের কিতাব, জুবিলী কিতাব, ২ ম্যাক্ক াবিস্ প্রভৃতি কিতাব লেখার সম্ভাব্য তারিখ। **২য় এরিষ্টোবুলাস** (৬৭-৩) ২য় এরিষ্টোবুলাস সিংহাসনচ্যুত হন এবং পম্পের বিজয়কে গৌরবান্বিত করার জন্য রোমে নিয়ে যাওয়া হয়।	আলেকজান্দ্রার জ্যেষ্ঠপুত্র হিরকানাস মহা-ইমাম ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ইদুমিয়ার শাসনকর্তা এন্টিপেটার হিরকানাসকে পেট্রায় পালাতে বাধ্য করে এবং নবোতিয়ার রাজপুত্র আরিতাস তার উত্তরাধিকারী ভাই এরিষ্টোবুলাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এহুদিয়ার সিংহাসন নিজের জন্য জয় করতে তাকে প্ররোচিত করে। আসন্ন লড়াইয়ে রোম অবরোধ করা হয় এবং দখল করা হয়। এভাবে হাসমোনীয় রাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। ক্যাথিলিনের ষড়যন্ত্র, সিসারোর ভবিষ্যত, ক্যাথিলিনের হত্যা (৬২)।

BACIB
International Bible
CHURCH

ইহুদীদের ইতিহাস

৬৩-৪১

পম্পে প্যালেষ্টাইনকে রোমীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনেন এবং এহুদিয়ার ক্ষমতা সমতা আনার জন্য দিকাপলির রাষ্টগুলোকে ট্রান্স জর্ডানে একত্রিত করেন। এহুদিয়ার আয়তন পূর্বের চেয়েও ছোট হয়ে গিয়েছিল।

৪০-৪

রোমীয়দের অধীনে প্যালেষ্টাইন (খ্রীঃপূঃ ৬৩-১৩০ খ্রীষ্টাব্দ)

ইদুমীয় এণ্টিপেটার রোমীয়দের নিয়ে প্যালেষ্টাইন শাসন করেন (৫৫-৪৩) হেরোদ এবং পাসায়েল, এন্টিপেটারের শাসনকর্তা ছিলেন (৪১)।

এন্টিগোনাস, এরিষ্টোবুলাসের পুত্র, পার্থীয়দের সাহায্যে মহা-ইমাম এবং বাদশাহ্ হয়েছিলেন (৪০-৩৭)।

মহান হেরোদ, রোমীয়দের সভাসদদের অনুমতি নিয়ে এহুদিয়ায় বাদশাহ্ হয়েছিলেন (৩৭-৪)।

বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া এবং ঈসা মসীহের জন্ম (প্রায় ৬ অথবা ৫)

সমসাময়িক ঘটনা সব তারিখ খ্রীঃপূঃ

পম্পে, সীজার এবং ক্রাসাস ট্রিয়ামভাইরেট গঠন করেন (৬০) সীজারের গাল্লিক যুদ্ধ (৫৮-১)। গৃহযুদ্ধ (সীজার বনাম পম্পে) সীজারকে গুপ্তহত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হয় (৪৪)।

দ্বিতীয় ট্রিয়ামভাইরেট: এন্টোনিও, অক্টোভিয়ান, লেপিডাস (৪৩)। ফিলিপীতে (৪২) এবং অক্টিয়ামে (৩১) যুদ্ধ। অক্টোভিয়ানকে (আগষ্টাস) একমাত্র শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

আগষ্টাসের সাম্রাজ্য (খ্রীঃপূঃ ২৭-১৪ খ্রীঃ) মরুসাগরের কাছে এসেনিক সদর দপ্তর, খিরবেট কুমরানের পুনর্জীবন, যা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া, ঈসা মসীহ্ এবং পৌলের সময় পর্যন্ত টিকেছিল।